নেতাদের প্রতিশ্রুতি মিললেও মহানন্দা নদীর ওপর তৈরি হয়নি পাকা সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাম জামানা থেকেই নেতাদের প্রতিশ্রুতি মিলেছিল মহিষবাথান গ্রাম পঞ্চায়েতের মহানন্দা নদীর ওপর পাকা সেতু তৈরির। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক পেরিয়ে গেলেও আজও পুরাতন মালদা থানার মহিষবাথান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মহানন্দা নদীর ওপর বাঁশ, চাটাইয়ের তৈরি অস্থায়ী সেতু। এই সেতু দিয়েই বিপজ্জনকভাবে চলাচল করতে হচ্ছে হাজারো বাসিন্দাদের। যদিও বর্তমানে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ওই অস্থায়ী সেতুর মাঝে মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। কিন্তু বর্ষার মরশুমে নদীর জলে ওই সেতু বিপদজনক হয়ে পড়ে। তখন সেই অস্থায়ী সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে

ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

পারেন না মহিষবাথান গ্রাম পঞ্চায়েত একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। নদীপথ ছাড়াও অনেকটাই ঘুরপথে পুরাতন মালদা শহরে আসতে হয় অসংখ্য মানুষকে। এই পরিস্থিতিতে ওই এলাকায় পাকা সেতুর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, মহিষবাথান থেকে পুরাতন মালদা শহরে যাতায়াতের জন্য অস্থায়ী সেতুটি স্থায়ীভাবে গড়ে উঠলে পুরাতন মালদা, গাজোল এবং রতুয়া ব্লকের যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত হবে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা করতে পারবেন কয়েক হাজার ব্যবসায়ী।

এই পরিস্থিতির কথা অনেক আগেই জানে মহিষবাথান গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সরাফাত আলি জানিয়েছেন, সেতু তৈরির ব্যাপারে বিগত দিনে অনেকে অনেক রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাকা সেতু হয়নি। এখানে একটা পাকা সেতুর প্রয়োজন রয়েছে। সেতুটি তৈরি হলে তিনটি ব্লকের যোগাযোগ মাধ্যম অনেকটাই উন্নত হবে। তাই আমরা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাকা সেতু তৈরির ব্যাপারে সেচ দপ্তরকে লিখিতভাবে জানিয়েছি।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার মহিষবাথান গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর থেকেই ওপারের পুরাতন মালদা শহরে যাতায়াতের জন্য মহানন্দা নদীতে রয়েছে বাঁশ এবং চাটাইয়ের তৈরি এই অস্থায়ী সেতুটি। প্রতিদিনই এই সেতু দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। সাইকেল, মোটর বাইকে করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই অস্থায়ী সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে হয় সাধারণ মানুষকে। এছাড়াও স্কুল-কলেজ পড়ুয়া তো রয়েছেই। তারাও নিয়মিত যাতায়াত করে থাকে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বহুদিন ধরেই এই এলাকায় একটি পাকা সেতু তৈরির দাবি আমরা জানিয়ে আসছি। এই এলাকায় সেতুটি তৈরি হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে। তাই আমরা চাই প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখুক।

পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃণালিনী মণ্ডল মাইতি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মালদায় একের পর এক অনেক সেতু তৈরি হয়েছে। এমনকী, ভুতনি ব্রিজ তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহিষবাথান গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর এলাকায় যে পাকা সেতুর দাবি বাসিন্দারা তুলেছেন, সেটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করি এব্যাপারেও রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

করোনা কালে ডক্টরেট অনন্য নজির ১০ বছরের শিশুর

সুমন তালুকদার

অশোকনগর: করোনায় বিধ্বস্ত গোটা বিশ্ব। মানুষ ঘরবন্দি। ঘরবন্দি থেকে নাজেহাল শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই। করোনার সেই ঘরবন্দি দশাকেই কাজে লাগিয়ে অশোকনগর ৮ নম্বর কালিবাড়ি মোড়ের ভারতী মাঠ এলাকার ১০ বছরের হিরণ চক্রবর্তীর ঝুলিতে সাম্মানিক ডক্টরেট। ডান্স ও আর্ট এর উপর ভিত্তি করেই এই শিরোপা। দু'বছরের করোনায় গৃহবন্দি চতুর্থ শ্রেণির এই খুদে ২০০-এর উপরে প্রথম পুরস্কার সহ অন্যান্য পুরস্কার মিলিয়ে মোট ৪০০-র ওপরে পুরস্কার পেয়েছে।

লকডাউনে ঘরে বসে হতাশায় না ভুগে যে ভালো কিছু করা যায় তার নজির গড়ল এই খুদে। গত দু'বছর ধরে করোনার দাপটে লকডাউনের মধ্যে অনেকেই হতাশার মধ্যে ছিলেন তবে এই একরত্তি হিরণ নিজের দক্ষতা ও পরিবারের ঐকান্তিক চেষ্টায়

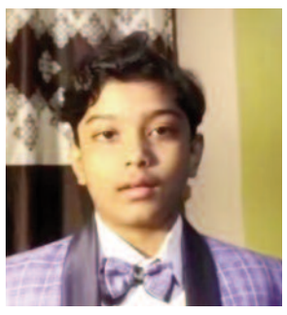

অনলাইন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পেয়েছে একের পর এক শিরোপা। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের ১৫টি রাজ্য থেকে দু'শোর ওপরের প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। কয়েক মাস আগেই মিলেছে ইন্ডিয়ান বুক অব রেকর্ড খেতাব। সম্প্রতি সরকার অনুমোদিত হরিয়ানার একটি সংস্থার ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড তাকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দিয়েছে। এই বয়সেই হিরণ এগারটি ডান্স ফর্ম দারুণভাবে করায়ত্ত করেছে। সেখানে কি নেই ক্রিয়েটিভ, রিজিওনাল, ফোক, মর্ডান, বলিউড হিপহপ, সালসা, ভরতনাট্যম সহ বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষায় ডান্স ফর্ম ভালোভাবে রপ্ত করেছে, আর তাতেই মিলছে একের পর এক শিরোপা। করোনায় অনেকে অনেক কিছু হারিয়েছে তার মধ্যেও অনেক প্রতিভা তৈরি হয়েছে হিরণ প্রতিভা তাদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি দিঘাতে ইন্দো-বাংলা আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বপূর্ণ বেশকিছু প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় সেখানেও তার নৃত্য নজর কাড়ে। ছিনিয়ে নেয় প্রথম পুরস্কার। হিরণ চায় বড় হয়ে ভালো নৃত্যশিল্পী হতে। হিরণের এই সাফল্যে খুশি তার পরিবার। অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী জানান, অত্যন্ত প্রতিভাবান হিরণ। তাকে আমরা সংবর্ধিত করেছি। এবার সে ডক্টরেট পেয়েছে তাই করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবারও তাকে সংবর্ধিত করব। আমি আশীর্বাদ করি ও জীবনে আরও সফল হয়ে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছাক

ডেঙ্গির সচেতনাই মশারি নিয়ে চন্দননগরে অভিনব প্রচার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডেঙ্গি থেকে বাঁচতে মশারির ভিতরে ভোট প্রচার বিজেপি বিধায়কের। বৃহস্পতিবার চন্দননগর পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী গোপাল চৌবের সমর্থনে এই মিছিল বের হয়। মশারির ভিতরে ছিলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ এবং প্রার্থী গোপাল চৌবে। মশারি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই অভিনব এই প্রচার চলে। ডেঙ্গি থেকে বাঁচতে বিজেপিকে ভোট দিন এই স্লোগান তোলে বিজেপি যুব মোর্চা হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুরেশ সাউ। যদিও এদিন কিন্তু ভিড় না করার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল বিজেপি। দিন কয়েক আগে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ চন্দননগরে প্রচারে এসে গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জমায়েতের অভিযোগ ছিল। এদিন তাই বিমানবাবুর প্রচারে পুলিশও সতর্ক ছিল। কিন্তু বিধি ভাঙার সুযোগ দেয়নি বিজেপি। বৃহস্পতিবার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি প্রচারের পর ১ নম্বর ওয়ার্ডে মশারি নিয়ে অভিনব প্রচার করেন বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। বিমানবাবু বলেন, করোনার জন্য ডেঙ্গিকে ভুলে গেলে চলবে না। সারা রাজ্যে মশার উৎপাত বাড়ছে। মশা নিধনে পুরসভাগুলোর কোনও উদ্যোগ নেই। আমরা তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করছি। অপরদিকে চন্দননগরে মাইক প্রচারে বাঁধা বিজেপির প্রিয়াঙ্কাকে। চন্দননগরে বিজেপির ভোট প্রচারে এসে মাইক নিয়ে প্রচারে বাঁধা পুলিশের। এদিন চন্দননগরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী শিপ্রা ঘোষের সমর্থনে লদীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রচার করেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। কোনওভাবেই বাড়ি বাড়ি প্রচারে মাইক ব্যবহার করা যাবে না বলে পুলিশ জানিয়ে দেয়।

যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। এরপর মাইক ছাড়াই তিনি ওই ওয়ার্ডে প্রচার করেন।

পুরভোটের প্রতিদ্বন্দ্বীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে: অভিজিৎ ঘটক

বুবুন মুখোপাধ্যায়

আসানসোল: আসানসোল পুরনিগমের ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক 'একদিন' সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে একান্ত সাক্ষাৎকারে বললেন, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। অন্যান্য বারের মতো জামানত বাজেয়াপ্ত হবে সমস্ত বিরোধী প্রার্থীর। উল্লেখ্য, বাম আমল থেকে এই ওয়ার্ড হাতছাড়া হয়নি দক্ষিণ পন্থীদের। দেবাশিস ঘটক, যিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে নজির সৃষ্টি করার পর তার অকাল মৃত্যুর পরে হাল ধরেন তারি ভাই অভিজিৎ ঘটক। গতবারে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি ভোটে জেতা অভিজিৎ

ঘটকের লক্ষ্য জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ানোর। অভিজিৎ বাবু বলেন, জনগণের আশীর্বাদে তার জয় নিশ্চিত। তবে, জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর তার প্রতিপক্ষদের যাতে মনোবল না ভেঙে যায় তার দিকে তিনি নজর দেবেন। তিনি আরও বলেন, ভোট জিতলে আমি গোটা ওয়ার্ডে দল-মত নির্বিশেষে যে কাজ করে এসেছি সে ধারায় চালিয়ে যাব।

প্রতি বছরের মতো এবছরও গঙ্গাসাগরে হাজির বাউল শিল্পী বৃন্দাবন পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: প্রতি বছর মকরসংক্রান্তির আগে দলবল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন বাউল শিল্পী বৃন্দাবন মণ্ডল, গন্তব্য গঙ্গাসাগর মেলা। প্রায় ৪০ বছর মেলায় আসছেন তিনি। এ বছর করোনা পরিস্থিতির কারণে হাইকোর্টের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে মেলা হচ্ছে। মেলায় যাত্রীর সংখ্যাও এবার বেশ কম। কিন্তু সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের আগেই মেলায়

চলে এসেছেন বৃন্দাবন ও তাঁর দলবল। বছর ষাটের বৃন্দাবন মণ্ডল ডায়মন্ড হারবারের মগরাহাট এলাকার বাসিন্দা। দুই ছেলে ও স্ত্রী রয়েছে বাড়িতে। ছেলেদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এক সময় গানের নেশায় যোগ দিয়েছিলেন পাড়ার হরিনামের দলে। সেখানেই কীর্তন ও বাউল গানে হাতেখড়ি হয়। বাউল গান গাইতে বিভিন্ন মেলা পার্বনে ভিড় জমান বৃন্দাবন। গানের দলের সঙ্গে প্রথম সাগর মেলায় এসেছিলেন তিনি। তবে কতদিন আগে, তা সঠিক বলতে পারেননি তিনি। তাঁর ধারণা, অন্তত চল্লিশ বছর আগে তো হবেই। মাঝে কয়েক বছর বাদ দিয়ে বাকি প্রত্যেক বছরই মেলার সময় সাগরে হাজির হন বাউল শিল্পী বৃন্দাবন। পরনে একবস্ত্র, মাথায় পাগড়ি, পায়ে ঘুঙুর, হাতে গুপগুপি পুরোদস্তুর বাউল সাজে দু'ই সঙ্গীকে এবারের মেলায় ঘুরে ঘুরে ঘুরে গান গাইছেন তিনি। কখনও দেহতত্ত্ব, কখনও কপিল মুনিকে নিয়ে গান আবার করোনা নিয়ে সচেতনতার গানও গাইছেন বৃন্দাবন মণ্ডল। তবে মেলা নিয়ে দু'একটা কথা জানতে চাওয়া হলে বৃন্দাবন বললেন, 'প্রায় ৪০ বছর ধরের এক টানা সাগরমেলায় আসছি। প্রতিবছর একটু একটু করে মেলা পাল্টাতে দেখছি। প্রথম প্রথম যখন আসতাম তখনকার মেলার ছবির সঙ্গে এখন তেমন মিলই নেই। তবে এই মেলার মধ্যে আস্ত ভারতবর্ষকেই দেখতে পাই। তাই প্রতিবছর এখানে ছুটে আসি।' সারাভারতের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আসেন এই মেলায়। বৃন্দাবন মনে করেন বাউল সংস্কৃতির প্রচার আরও বাড়াতে হবে। তাই গঙ্গাসাগর মেলাকেই প্লাটফর্ম হিসেবে দেখতে শুরু করেন তিনি। ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের মানুষের কাছে তুলে ধরেন বাউলগান। অবাঙালি পুণ্যার্থীদের কাছে বাংলায় বাউল গান গেয়ে তার হিন্দি তর্জমাও শুনিয়ে দিচ্ছেন বৃন্দাবন।

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, Sarojini Naidu Sarani (Rawdon Street), Kolkata-700017

Observers to Municipal General Election, 2022
to the Asansol, Bidhannagar, Chandernagore & Siliguri Municipal Corporations

Name of the Corporations	Ward Nos.	Name of General Observers	Mobile Nos.	Name of Special Observers & Mobile Nos.
Asansol	1-21	Shri C Ghosh, WBCS (Exe.)	8250998803	Shri S Sarkar, IAS 8250998801 (for ward 1- 53)
	22-42	Shri A Sengupta WBCS (Exe.)	9830291308	
	43-63	Shri D K Nandan WBCS (Exe.)	9434369637	
	64-84	Shri S Roy WBCS (Exe.)	9434218738	Shri J Mukhopadhyay, IAS 8250998804 (For ward 54- 106)
	85-106	Shri S Mukhopadhyay WBCS (Exe.)	8335064940	
Bidhannagar	1- 14	Shri P Ghosh WBCS (Exe.)	7596015137	Smt. N Ghosh, IAS, 9830193174
	15- 28	Shri S Bhattacharya WBCS (Exe.)	9434341990	
	29- 41	Shri U Kr Adhikari WBCS (Exe.)	9434250031	
Chandernagore	1- 16	Shri S K Mondal WBCS (Exe.)	9434238312	Smt. S Ghosh, IAS 9433975260
	17- 33	Shri M K Rano WBCS (Exe.)	9474734322	
Siliguri	1- 25	Shri T Das WBCS (Exe.)	8670022980	Shri J Chattopadhyay, IAS, 8670022990
	26- 47	Shri D Mandal WBCS (Exe.)	8670022993	

SBFC SMALL BUSINESS FINCREDIT

এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড
(পূর্বেকার স্মল বিজনেস ফিনক্রেডিট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯ । টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ । www.SBFC.com । কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, আগামী **২২.০১.২০২২ তারিখ, বেলা ১০.৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড** দ্বারা বন্ধকীকৃত সোনার গহণাসমূহ -এর নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডালহৌসি, স্টিফেন হাউস, একতলা ৬ ই আর.এন. মুখার্জী রোড, বিড়লা বিল্ডিং এর বিপরীতে কলকাতা-৭০০০০১** -তে।

এই সকল স্বর্ণালঙ্কার সমূহ আমাদের গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের যারা তাদের দেয় দিতে খেলাপ করেছেন। নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এইসকল ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে।

গ্রাহকদের এইসকল সোনার গহণাসমূহ আমাদের বিভিন্ন ওভারডিউ লোন অ্যাকাউন্ট-এর যা নিম্নে বর্ণনা করা হল তাদের শাখা নাম সহ।

<< শাখা: ডালহৌসি >> << PR00815482 & 342100465; PR00815491 & 342100466; PR00815629 & 342100469; PR00816207 & 342100473; PR00849038 & 342100640; PR00883900 & 342100801; PR00885396 & 342100806; PR00886612 & 342100814; PR00889318 & 342100820; PR00890275 & 342100824; PR00891245 & 342100830; PR00891246 & 342100831; PR00896663 & 342100846; PR00897095 & 342100850; PR00899144 & 342100862; PR00904360 & 342100886; PR00942262 & 342100947 >>

দুর্গাপুর শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২২.০১.২০২২ তারিখ বেলা ১০.৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড -এ। শাখার ঠিকানা: সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।

<< শাখা: দুর্গাপুর >> << PR00799951 & 396100376; PR00823580 & 396100565; PR00832308 & 396100610; PR00832823 & 396100617; PR00832824 & 396100618; PR00832996 & 396100620; PR00834197 & 396100630; PR00834200 & 396100631; PR00836204 & 396100646; PR00836891 & 396100649; PR00836894 & 396100650; PR00836921 & 396100651; PR00838570 & 396100665; PR00839387 & 396100668; PR00840460 & 396100680; PR00840718 & 396100683; PR00841480 & 396100688; PR00845329 & 396100714; PR00851158 & 396100741; PR00853418 & 396100745; PR00854580 & 396100753; PR00854860 & 396100754; PR00855861 & 396100757; PR00856588 & 396100760; PR00856936 & 396100764; PR00857783 & 396100772; PR00859198 & 396100780; PR00859259 & 396100781; PR00859821 & 396100784; PR00860008 & 396100786; PR00861096 & 396100796; PR00861793 & 396100798; PR00862427 & 396100802; PR00862710 & 396100804; PR00862840 & 396100806; PR00863111 & 396100808; PR00863717 & 396100814; PR00864343 & 396100819; PR00864914 & 396100821; PR00864949 & 396100822; PR00865388 & 396100824; PR00866723 & 396100831; PR00867206 & 396100832; PR00867209 & 396100833; PR00867759 & 396100834; PR00868305 & 396100838; PR00868388 & 396100840; PR00868416 & 396100841; PR00868637 & 396100843; PR00869114 & 396100844; PR00869131 & 396100845; PR00869288 & 396100846; PR00869328 & 396100847; PR00869598 & 396100849; PR00870258 & 396100852; PR00870545 & 396100854; PR00871423 & 396100860; PR00872952 & 396100870; PR00875060 & 396100877; PR00875067 & 396100878; PR00875220 & 396100880; PR00875477 & 396100883; PR00875486 & 396100884; PR00875598 & 396100885; PR00876142 & 396100887; PR00876143 & 396100888; PR00878424 & 396100896; PR00878614 & 396100897; PR00878992 & 396100900; PR00882111 & 396100920; PR00882519 & 396100921; PR00882696 & 396100922; PR00885826 & 396100938; PR00892093 & 396100964; PR00895244 & 396100992; PR00895474 & 396100993; PR00896635 & 396101005; PR00900290 & 396101022; PR00900772 & 396101027; PR00903174 & 396101049; PR00903748 & 396101057; PR00904239 & 396101062; PR00904484 & 396101070; PR00905192 & 396101079; PR00905464 & 396101082; PR00905822 & 396101086; PR00906084 & 396101087; PR00906182 & 396101091; PR00906605 & 396101096; PR00908055 & 396101106; PR00908071 & 396101107; PR00908127 & 396101108; PR00908448 & 396101111; PR00908466 & 396101112; PR00908549 & 396101113; PR00908752 & 396101114; PR00912597 & 396101134; PR00912817 & 396101138; PR00913260 & 396101140; PR00914473 & 396101151; PR00914781 & 396101152; PR00915282 & 396101159; PR00917059 & 396101172; PR00917060 & 396101173; PR00917061 & 396101174; PR00919602 & 396101185; PR00919627 & 396101186; PR00919646 & 396101187; PR00919662 & 396101188; PR00925954 & 396101205; PR00926019 & 396101206; PR00929440 & 396101235; PR00929783 & 396101237; PR00930960 & 396101243; PR00931384 & 396101245; PR00938585 & 396101267; PR00940837 & 396101281; PR00942001 & 396101289; PR00942911 & 396101291; PR00943263 & 396101292; PR00943318 & 396101293; PR00946165 & 396101312 >>

শিলিগুড়ি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২২.০১.২০২২ তারিখ বেলা ১০.৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড -এ, শাখার ঠিকানা : শিলিগুড়ি সিটি প্লাজা বিল্ডিং, দোতলা, সেভক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১।

<< শাখা: শিলিগুড়ি >> << PR00785099 & 832100129; PR00797110 & 832100226; PR00804504 & 832100278; PR00806683 & 832100293; PR00809227 & 832100305; PR00818139 & 832100379; PR00819151 & 832100388; PR00828282 & 832100440; PR00832194 & 832100473; PR00840853 & 832100534; PR00847149 & 832100569; PR00847298 & 832100570; PR00852874 & 832100594; PR00853085 & 832100596; PR00853825 & 832100602; PR00857678 & 832100618; PR00857704 & 832100622; PR00858522 & 832100635; PR00858912 & 832100637; PR00859429 & 832100641; PR00859921 & 832100643; PR00862145 & 832100658; PR00862747 & 832100662; PR00865135 & 832100665; PR00865575 & 832100668; PR00865686 & 832100669; PR00866835 & 832100682; PR00868717 & 832100687; PR00869779 & 832100698; PR00871804 & 832100708; PR00872339 & 832100712; PR00874747 & 832100724; PR00875158 & 832100728; PR00877971 & 832100733; PR00878384 & 832100736; PR00883958 & 832100781; PR00884753 & 832100793; PR00890746 & 832100827; PR00894907 & 832100865; PR00896497 & 832100876; PR00896630 & 832100877; PR00896684 & 832100879; PR00896997 & 832100885; PR00897087 & 832100888; PR00897693 & 832100892; PR00898528 & 832100904; PR00899419 & 832100913; PR00901310 & 832100922; PR00901699 & 832100924; PR00902061 & 832100926; PR00902386 & 832100929; PR00902460 & 832100930; PR00902602 & 832100932; PR00902928 & 832100933; PR00903403 & 832100935; PR00903446 & 832100937; PR00903777 & 832100940; PR00904288 & 832100947; PR00904538 & 832100951; PR00904586 & 832100952; PR00904628 & 832100953; PR00906068 & 832100967; PR00907073 & 832100976; PR00907476 & 832100985; PR00908037 & 832100992; PR00908543 & 832100996; PR00908640 & 832100997; PR00908902 & 832100999; PR00909005 & 832101001; PR00909366 & 832101003; PR00909859 & 832101007; PR00910185 & 832101011; PR00914346 & 832101030; PR00915415 & 832101041; PR00915846 & 832101045; PR00916038 & 832101047; PR00916421 & 832101048; PR00916436 & 832101049; PR00916698 & 832101051; PR00916909 & 832101053; PR00917244 & 832101055; PR00917336 & 832101058; PR00920193 & 832101061; PR00921069 & 832101063; PR00921544 & 832101066; PR00928184 & 832101074; PR00935194 & 832101079; >>

বারাসত শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২২.০১.২০২২ তারিখ বেলা ১০.৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড -এ, শাখার ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, ২য় তল, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, যশোর রোড বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪।

<< শাখা: বারাসত >> << PR00845162 & 988100029; PR00855124 & 988100058; PR00857893 & 988100066; PR00859643 & 988100079; PR00865442 & 988100094; PR00867239 & 988100101; PR00869702 & 988100113; PR00871586 & 988100117; PR00872904 & 988100122; PR00873270 & 988100126; PR00914996 & 988100338; PR00927648 & 988100403; PR00941660 & 988100457; PR00942256 & 988100460 >>

গড়িয়া শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২২.০১.২০২২ তারিখ বেলা ১০.৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড -এ, শাখার ঠিকানা: ৩, বোড়াল মেইন রোড, কলকাতা-৭০০০৮৪। ভূমিচিহ্ন - গড়িয়া, বার্নিং ঘাট।

<< শাখা: গড়িয়া >> << PR00864716 & 991100021; PR00864717 & 991100022; PR00865654 & 991100026; PR00867415 & 991100031; PR00867609 & 991100032; PR00868925 & 991100034; PR00868952 & 991100035; PR00869139 & 991100036; PR00873706 & 991100049; PR00884699 & 991100079; PR00892355 & 991100107; PR00892601 & 991100108; PR00895704 & 991100130; PR00896808 & 991100136; PR00897097 & 991100141; PR00897335 & 991100142; PR00897338 & 991100143; PR00897596 & 991100145; PR00898797 & 991100149; PR00899019 & 991100151; PR00902280 & 991100167; PR00903246 & 991100169; PR00903634 & 991100172; PR00903926 & 991100173; PR00904367 & 991100177; PR00904807 & 991100181; PR00904905 & 991100185; PR00904916 & 991100186; PR00904921 & 991100187; PR00905261 & 991100189; PR00908763 & 991100206; PR00909444 & 991100212; PR00909743 & 991100214; PR00910740 & 991100219; PR00913290 & 991100226; PR00917187 & 991100234; PR00917783 & 991100237; PR00927985 & 991100252; PR00928509 & 991100254; PR00928803 & 991100255; PR00933107 & 991100263; PR00942263 & 991100269 >>

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা পরিবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

ফর্ম বি
গণঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস্, ২০১৬-র রেগুলেশন ১২)

মেসার্স এইচভিআর প্রজেক্টস লিমিটেড -এর স্টেকহোল্ডারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশদ
১.	কর্পোরেট অধমর্ণের নাম	মেসার্স এইচভিআর প্রজেক্টস লিমিটেড
২.	কর্পোরেট অধমর্ণের সংস্থা গঠনের তারিখ	১৭.১২.২০১২
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট অধমর্ণ সংগঠিত /নিবন্ধভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেনটিটি নম্বর/কর্পোরেট অধমর্ণের সীমায়িত দায়ভার শনাক্তকরণ নম্বর	U70102WB2012PTC189246
৫.	কর্পোরেট অধমর্ণের নিবন্ধভুক্ত দপ্তর এবং মুখ্য দপ্তরের (যদি থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : ১০৩/২০, ফোরশোর রোড, জৈন হসপিটাল বাস স্টপের নিকট, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ ৭১১১০২
৬.	ইনসলভেন্সি রিজোলিউশন প্রসেস বন্ধের তারিখ	০৩.০১.২০২২
৭.	কর্পোরেট অধমর্ণের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	আদেশের তারিখ ০৪ জানুয়ারি ২০২২ আদেশ গ্রহণের ১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও নথিভুক্ত নং.	শ্রী সুবীর কান্তি মজুমদার আইবিবিআই রেজিঃ নং IBBI/IPA-001/IP-P01161/2018-19/11903
৯.	লিকুইডেটরের ই-মেল অ্যাড্রেস যা বোর্ডের কাছে নথিভুক্ত	ঠিকানা : ১৫৫/এ ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা ৭০০০৩৪ পিন: ৭০০০৩৪ ই-মেল ঠিকানা: sabirk01@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল যার দ্বারা যোগাযোগ সম্ভব	ঠিকানা : ১৫৫/এ ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা ৭০০০৩৪ পিন: ৭০০০৩৪ লিকুইডেটরের সঙ্গে চিঠিপত্রের জন্য ই-মেল ঠিকানা: liquidator:liq.hvrppl@gmail.com
১১.	দাবি জমাকরণের শেষ তারিখ	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (লিকুইডেটর কর্তৃক আদেশ গ্রহণের তারিখ থেকে ৩০ দিন)

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ **মেসার্স এইচভিআর প্রজেক্টস লিমিটেড**-এর লিকুইডেশন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে ৪ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে।

মেসার্স এইচভিআর প্রজেক্টস লিমিটেড-এর স্টেকহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা জেকে পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের একটি দাবি প্রমাণক জমা করার জন্য ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে বা তার আগে, লিকুইডেটরের কাছে, দফা ১০ উল্লিখিত ঠিকানায়।

**পাবলিক ঘোষণা ৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয় – ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, কলকাতা সংস্করণ, ইংরেজিতে; আজকাল, কলকাতা সংস্করণ, বাংলায়; দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, নাগপুর সংস্করণ, ইংরেজিতে; এবং নবরাষ্ট্র, নাগপুর সংস্করণ, মারাঠি ভাষায় এবং দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখটি ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল কলকাতা